Mettlepower Communications

Coverage Sheet

Publication & Date: Daily Statesman (18.03.2011)

Page Number: 3

Head Line: Whistle Recovered from lungs after Complicated Surgery.

দৈনিক স্টেটসম্যান শুক্রবার ১৮ মার্চ ২০১১ • কলকাতা ৩

জটিল অস্ত্রোপচারে ফুসফুস থেকে উদ্ধার 'বাঁশি'

সৌভিক রায়

নির্বাক ছবির যুগে চার্লি চ্যাপলিন অভিনীত ' সিটি লাইটস ' চলচ্চিত্রে নায়কের যে কোন মুভমেন্টের সঙ্গে পেট থেকে বেরিয়ে আসছিল বাঁশির আওয়াজ। দর্শকরা এই দৃশ্য দেখে আজও হেসে গড়িয়ে পড়ে। আর বাস্তবে পশ্চিম মেদিনীপুরের ৭ বছর বয়সী হিজবুল - এর জীবনে সেই ঘটনাই হয়ে গেল সত্যি। খেলাচ্ছলে হিজবুল গিলে নিয়েছিল একটি ছোট্ট হুইসল যেটি চলে যায় তার ফুসফসের মধ্যে। হুইসলটি গিয়ে আটকেছিল ফুসফুসের বাম দিকের ব্রঙ্কিওলের ফাঁকে। এরপর সে যখনই শ্বাস নিচ্ছিল বা ছাড়ছিল তখনই বেরিয়ে আসছিল অবিকল বাঁশির আওয়াজ। এতে প্রথমদিকে বালকটির কোনও অসুবিধা হয়নি তবে বেশিদিন এটা চলতে থাকলে বিপদ ঘটতে পারত বলে চিকিৎসকদের অভিমত। যদিও বাইপাসের ধারে মুকুন্দপুরের নিকটবর্তী মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ই এন টি বিভাগের চিকিৎসকদের সময়োচিত সফল অস্ত্রোপচারে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হিজবুল।

প্রায় মাসখানেকেরও আগে পশ্চিম মেদিনীপুরের শরবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা খেলাফৎ আলির ছোট ছেলে হিজবুল(তৃতীয় শ্রেণী) খেলা করতে করতে ১ সেন্টিমিটার আয়তনের একটি কালো রঙের প্লাস্টিকের বাঁশি বা হুইসল গিলে নেয়। ঘটনার পর থেকেই ছেলেটির কথা বলা বা শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় পেট থেকে বেরিয়ে আসছিল বাঁশির শব্দ। প্রথমে বিষয়টিতে গা করেনি ছেলেটির বাবা মা। তবে দিন দশেক পর পাড়ার হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে এধরনের কোনও অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি অবিলম্বে ছেলেটিকে কলকাতায় নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন বাবাকে। এরপরই হিজবুলকে আনা হয় বাইপাসের মেডিকা ই এন টি ইনস্টিটিউটে। সিটি স্ক্যানের পর দেখা যায় যে, গিলে ফেলা বাঁশিটি আটকে আছে ফুসফুসের বাম দিকের বায়ুথলির ফাঁকে। এটা দেখার পরই ই এন টি বিশেষজ্ঞরা অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেন। ডাঃ অর্জুন দাশগুপ্ত, ডাঃ চিরজিৎ দত্ত ও ডাঃ এন ভি কে মোহনকে নিয়ে গড়া মেডিকেল টিম ১১ ফেব্রুয়ারি দেড় ঘন্টার সফল অস্ত্রোপচারে ফুসফুস থেকে বার করেন ঐ বাঁশি। সাংবাদিকদের এবিষয়ে জানাতে গিয়ে ডাঃ মোহন জানালেন যে, কটা দিন পরে অস্ত্রোপচার হলে ফুসফুসে এর থেকে সংক্রমণ ছড়াতে পারত। তাই ঠিক সময়ে অস্ত্রোপচার হওয়ায় ছেলেটির জীবন রক্ষা পেয়েছে। একমাস পরে এখন অবশ্য পুরোপুরি স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছে হিজবুল।

পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হল একবছরের খাদিজা। আরেক মেয়ে নাজিরার বয়স ৯। হিজবুলকে বাদ দিলে আর দুই ছেলে আহিদুল ও বিয়াজুল পড়ে যথাক্রমে সপ্তম এবং সপ্তম শ্রেণীতে। তাদের বাবা পেশায় সামান্য দর্জি। সাংসারিক খরচ সামলে হিজবুলের চিকিৎসার খরচ সামাল দেওয়া সম্ভব হত না যদি না ভরসা দিত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালসূত্রে জানা গেছে, এই অপারেশনে মোট খরচ হয়েছে ৫৭,০৬২ টাকা। অবশ্য রোগীর পরিবার দিতে পেরেছে মাত্র ১৫ হাজার টাকা। বাকি ৪২০০০ টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছে ঐ পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে।